যুগান্তর

তারিখ 24 FEB 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বহীনতা

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগের অন্ত নাই। ইতিপূর্বে ব্যাপক দুর্নীতি, অনিয়ম, অব্যবস্থাপনার কারণে ডজনের একাধিক উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, রেজিস্ট্রার, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকসহ অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারী অপসারিত হইয়াছেন। এই রকম প্রতিষ্ঠানই অভিভাবকত্ব করিতেছে সারাদেশে ছড়াইয়া-ছিটাইয়া থাকা এক হাজারেরও অধিক কলেজের। দায়িত্বহীনতার সর্বশেষ উদাহরণ দীর্ঘ নয় মাস অতিবাহিত হইতে চলিলেও ডিগ্রি পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করিতে না পারা। সেমিস্টার সিস্টেমের আওতায় হাজারাধিক কলেজের নিয়মিত তিনটি সেশনের প্রায় দেড় লক্ষ পরীক্ষার্থীর প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষে ৪০০ নম্বরের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিবার কথা। সংশ্লিষ্ট কলেজগুলিতে গত বৎসরের জুন হইতে অক্টোবরের মধ্যে নির্বাচনী পরীক্ষা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। অতঃপর ফরম ফিলাপের অপেক্ষায় রহিয়াছে ২০০৮ সালের ডিগ্রি পরীক্ষার্থীরা। দীর্ঘ কয়েক মাস অতিবাহিত হইতে চলিলেও পরীক্ষার তারিখ ঘোষণার ব্যর্থতার কারণে ফরম পূরণ করিতে পারে নাই শিক্ষার্থীরা। দুর্ভাগ্য হইল, এমনকি যেই সকল শিক্ষার্থী ২০০৪ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করিয়া ভর্তি হইয়াছিলেন ডিগ্রি পাস কোর্সে, তাহারাও রহিয়াছেন অপেক্ষমাণ তালিকায়। পরীক্ষার তারিখ ঘোষণার ব্যাপারে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ঔদাসীন্য সমূহ বিপাকে ফেলিয়াছে লক্ষাধিক পরীক্ষার্থী ও অভিভাবককে। কবে পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করা হইবে, কবে করিবে ফরম ফিলাপ, যথাসময়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে কিনা, ফল বাহির হইবে কবে নাগাদ, অতঃপর চাকরি-বাকরির চেষ্টা— এই সকল প্রশ্নের জবাব কী? শিক্ষা জীবনের মূল্যবান সময়ের এহেন অপচয় মানিয়া লওয়া যায় না কোন অবস্থাতেই। ২০০৪ সাল হইতে সেমিস্টার সিস্টেম চালুর পর হইতে এক একটি সেশনের শিক্ষার্থীদের ৪-৬ এমনকি ৯-১০ মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইতেছে পরীক্ষার তারিখের জন্য। মাত্র ৪ বৎসরের মাথায় সৃষ্ট হইয়াছে দুই-আড়াই বৎসরের সেশনজট। ইহাতে শিক্ষাক্ষেত্রে অযথা সময়ক্ষেপণের পাশাপাশি মেধা ও অর্থের যে বিপুল অপচয় হইতেছে, উহার দায় লইবে কে? নূতন সরকার খুব শিগগিরই কতিপয় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে নূতন উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, রেজিস্ট্রার, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ইত্যাদি নিয়োগ করিবে বলিয়া শোনা যাইতেছে। সেইক্ষেত্রে সরকার তথা শিক্ষা মন্ত্রণালয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাগ্যাহত পরীক্ষার্থীদের কথাটি সর্বাগ্রে বিবেচনায় আনিয়া অবিলম্বে ডিগ্রি পরীক্ষার তারিখ ঘোষণার দাবি জানাইতেছি।